ইখলাসের আবশ্যকতা ও রিয়াকারীর পরিণাম

জুমাদাল উলা মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২১ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ হিজরী, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৭৭

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآئُوْنَ ۞ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ জুমাদাল উলা মাসের ২১ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা ইখলাসের আবশ্যকতা ও রিয়াকারীর পরিণাম সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আমরা প্রথমে মনে রাখি যে রিয়াকারী ও লৌকিকতার অর্থ হল, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা। উদাহরণ স্বরূপ, যখন লোকজন থাকে, তখন মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। আর যখন নির্জনে বা একা থাকে, তখন ভাল করে

মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না অথবা কাজ মোটেই করে না। এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় 'রিয়াকারী'। আর ইবাদতের মধ্যে রিয়াকারী ও লৌকিকতার অর্থ হল, যে ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা উচিৎ, সেটা কোন মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আদায় করা।

মনে রাখবেন, এই রিয়াকারী দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় কাজের মধ্যে নিন্দনীয়। তবে ইবাদত ও নেক কাজের মধ্যে 'রিয়া' সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। কেননা, রিয়াকারীর কারণে আখিরাতের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায় এবং এটাকে শির্ক পর্যন্ত বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে ৩০ পারায়, সূরা মাঊনের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَائُوْنَ ۞ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞

"ওই সমস্ত নামাযীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে গাফেল এবং যারা লোক দেখিয়ে

ইবাদত করে থাকে এবং (মানুষকে) ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিসপত্র দেয় না।”

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য এমনভাবে আদায় করতে হবে, যেন তার মধ্যে বিন্দুমাত্র লোক দেখানো না থাকে। এরই নাম হল ইখলাস। সূরা বাইয়্যিনার ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“তাদেরকে একমাত্র এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন ইখলাসের সাথে অর্থাৎ খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। এটাই সরল ও সঠিক ধর্ম।”

এ আয়াত দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, যে কোন ইবাদত ইখলাসের সাথে ও খাঁটি মনে এক আল্লাহর জন্য করতে হবে। দুনিয়ার কোন বান্দাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করলে আল্লাহর কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই।

এ জন্যই বিশ্ববরেণ্য ইমাম বুখারী (রহ) সহীহ বুখারীতে সর্বপ্রথম ইখলাস সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সমস্ত আমলের সাওয়াব নিয়্যাতের উপরই নির্ভর করে।"

একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে আমরা অতি সহজেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারব। ধরুন, কোন জমির মালিক এক ব্যক্তিকে মজদুর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। তাহলে, মজদুরের কর্তব্য হল, মালিকের কাজগুলি যথা সময়ে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা। এখন এই মজদুর যদি মালিক সামনে থাকলে কাজ করে এবং ভাল করে কাজ করে আর মালিক সামনে না থাকলে ফাঁকি দেয় অথবা কাজ ছেড়ে দিয়ে একেবারে চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে এমন মজদুরের প্রতি মালিক কক্ষনও সন্তুষ্ট হবে কি ? এমন মজদুরকে তার পারিশ্রমিক পরিপূর্ণ দেওয়া হবে কি ? না মালিক তাকে একেবারে বিদায় দেবে ? নিশ্চয় এমন মজদুরকে মালিক বলবেঃ ভাই ! আগামী কাল থেকে

তোমাকে আর কাজে আসতে হবে না। এটাই হল, রিয়াকারীর শেষ পরিণাম।

অনুরূপভাবে, আরও একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি খুব স্পষ্ট হবে। ইবনে মাজাহ শরীফের ১৮৫৭ নং হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য 'তাকওয়া' ও ঈমানের পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল, নেক স্ত্রী। স্বামী যখনই তাকে কোন আদেশ করে, তখন সে তার নির্দেশ পালন করে। (আর স্ত্রী যখনই স্বামীর জন্য সাজগোজ করে সামনে আসে,) স্বামী তাকে দেখলেই খুশী হয়। এটা সুনানে ইবনে মাজা'র হাদীস।

এবার ধরুন, এই স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য ঘরে অলংকার পরে সাজগোজ না করে কোন পরপুরুষের জন্য সাজগোজ করে বাইরে যায়, তাহলে সেই স্ত্রীর প্রতি তার স্বামী কখনই সন্তুষ্ট থাকবে কি ? কক্ষনই না। অনুরূপভাবে, নিজের স্বামীর জন্য সাজগোজ না করে পরপুরুষের জন্য সাজগোজ করাটা যেমন অপরাধ, তেমনিভাবে আল্লাহর

জন্য ইবাদত না করে কোন বান্দাকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা মহা অপরাধ।

সম্মানিত বন্ধুগণ ! মনে রাখবেন, ইবাদতের মধ্যে লৌকিকতাকে 'ছোট শির্ক' বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করি। হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের ২৩৬৩৬ নম্বর এবং বাইহাকী শরীফের ৬৮৩১ নম্বরে বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রযি) থেকে বর্ণিত, একসময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে ডেকে বলেছিলেনঃ

اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ

"তোমাদের জন্য আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয় ছোট শির্কের। সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ

وَمَا الْشِّرْكُ الْأَصْغَرُ ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ !

"হে আল্লাহর রসূল ! ছোট শির্ক কী জিনিস ? উত্তরে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ ছোট শির্ক হল, রিয়া বা লোক দেখানো আমল। কিয়ামতের দিন যখন

বান্দাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা রিয়াকার বান্দাদেরকে বলবেনঃ

اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الْدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

“যাও, তোমরা ওই সমস্ত লোকেদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় আমল করেছিলে। দেখো, তাদের কাছে কিছু পাও কিনা।” এ হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, লোক দেখানো হল ছোট শির্ক, যার কারণে সব ধ্বংস হয়ে যায়।

মুহতারম ভাই সকল ! এখানে একটি কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেনঃ শির্ক হল দু’প্রকারঃ বড় শির্ক ও ছোট শির্ক।

বড় শির্ক হল, আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলিতে কাউকে শরীক করা। যেমন, দেবদেবীদেরকে রুযীদাতা ও বিপদ থেকে রক্ষাকারী মনে করা। এটা হল বড় শির্ক। এই শির্কের কারণে মূল ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

আর ছোট শির্ক হল, কোন ইবাদত নিছক আল্লাহর জন্য না করে লোক দেখানোর জন্য করা। এরই নাম হল

‘রিয়া’ বা লৌকিকতা। আবার বলছিঃ যে ইবাদতগুলি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য আদায় করতে হয়, সেগুলি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে এটাও এক প্রকারের শির্ক। তবে এটাকে বলা হয়েছে ছোট শির্ক। আর এই ছোট শির্ক হল কবীরা গোনাহ। যার কারণে মূল ঈমান যদিও নষ্ট হয় না, তবে আমল অবশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ‘রিয়া’ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন !

একটি ঘটনাঃ

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! এবার আমরা ‘রিয়া’ বা লোক দেখানোর জন্য আমল করা সম্পর্কে একটি ঘটনা লক্ষ্য করিঃ প্রাচীনকালে কোন এক বাদশাহ ছিলেন। যিনি প্রতিটি কাজে লৌকিকতা ও সুনাম-সুখ্যাতি পছন্দ করতেন। তাই সুযোগ বুঝে তখনকার কিছু কবি অর্থের লোভে বাদশার দরবারে এসে তার প্রশংসায় কবিতা পেশ করত। আর বাদশাহ তাদের কবিতা শুনে খুশী হয়ে পুরস্কার দিতেন।

একবার বাদশাহ নিজের মন্ত্রীদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চাই। যার সম্পূর্ণ নির্মাণ খরচ আমি নিজে বহন করব। অন্য কোন ব্যক্তির একটি টাকাও যেন এতে না লাগানো হয়।

মসজিদ নির্মাণ কাজ যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেল। নামিদামি পাথর দিয়ে নকশা ও কারুকার্য করা হল। ধীরে ধীরে একদিন মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। মসজিদটি দেখতে বেশ সুন্দর ছিল। যেহেতু বাদশাহ সুনাম-সুখ্যাতি বেশি পছন্দ করতেন, তাই মসজিদের সামনে একটি পাথরে নিজের নাম খোঁদাই করে লিখে দিলেন। যাতে করে তার সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন রাতের বেলা বাদশাহ স্বপ্ন দেখলেন যে, এক ফেরেশতা এসে পাথর থেকে তার নাম মুছে দিয়ে এক বুড়িমার নাম লিখে দিয়েছে। এরূপ স্বপ্ন দেখে বাদশাহ হতভম্ব হয়ে গেলেন। সকালে উঠে দ্রুত মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, পাথরে যা নাম লেখা হয়েছিল, তা-ই আছে। বাদশাহ ভাবলেন, এটা কোন দুঃস্বপ্ন হবে।

পরের দিন রাতে তিনি আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলেন। যেন একজন ফেরেশতা এসে পাথর থেকে বাদশার নাম মুছে দিয়ে সেই বুড়িমার নাম লিখে দিলেন। সকালে উঠে আজ আবার মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, সেখানে তার নিজের নামই লেখা আছে। আজও বাদশাহ মনে করলেন যে, এটা বোধহয় দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু তৃতীয় দিন রাতে বাদশাহ আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলেন। আজকের ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাদশা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, নিশ্চয় এর পিছনে কোন রহস্য রয়েছে। তা নাহলে পরস্পর ৩ দিন একই স্বপ্ন দেখলাম কেন !

বাদশাহ সকালে রাজসভায় মন্ত্রীদের সামনে স্বপ্নের কথা পেশ করলেন। আর বললেনঃ দেখ তো, এই বুড়িমাটি কে বা কোথায় থাকে ? অবিলম্বে আমার দরবারে তাকে হাযির কর। বাদশার আদেশ অনুযায়ী যথারীতি বুড়িমাকে দরবারে হাযির করা হল।

বাদশা বুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার নাম কী ? তুমি থাক কোথায় ? বুড়িমা নিজের নাম-ঠিকানা সব বলল। বাদশাহ বুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কী ব্যাপার বলো তো ? আমি পরপর এই ৩ দিন একই স্বপ্ন দেখছি যে, মসজিদের পাথর থেকে ফেরেশতা আমার নাম মুছে দিয়ে বার বার তোমার নাম লিখে দিচ্ছেন ? তুমি কি এই মসজিদ নির্মাণে কোন টাকা-পয়সা দিয়েছ ?

বুড়িমা বললঃ জাহাপনা ! আমি একজন গরীব মানুষ। ভিক্ষা করে খাই। আমার কাছে পয়সা কড়ি কিছুই নেই। আমি এই মসজিদ নির্মাণে টাকা দিব কী করে ?

বাদশাহ বললেনঃ ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি নিশ্চয় কিছু না কিছু দিয়েছ। বুড়িমা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললঃ জী, একটা বিষয় আমার মনে পড়ছে। সেটা হল এই যে, এই মসজিদটি তৈরির সময় একদিন দুপুরবেলা আমি এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদটি দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। তখন মসজিদের পাশে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। প্রচণ্ড রোদে পিপাসায় ঘোড়াটির জিভ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আর ঘোড়ার পানির পাত্র সেখান থেকে কিছু দূরে রাখা ছিল। যার কারণে সে পানি পান করতে পারছিল না। আমি ভাবলাম, ঘোড়াটি নিশ্চয় আল্লাহর ঘরের মালপত্র বয়ে এনে পিপাসায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। তাই পানির পাত্রটি ঘোড়ার কাছে এগিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে তার পিপাসা নিবারণ হয়। শুধুমাত্র এতটুকু কাজ করেছিলাম। এছাড়া আমি কোন টাকা-পয়সা কিছুই দেয়নি। বাদশাহ বুড়িমার কথা শুনে বললেনঃ

أَنْتِ صَنَعْتِ هٰذَا لِلّٰهِ فَتَقَبَّلَهُ اللهُ مِنْكِ وَأَنَا بَنَيْتُ هٰذَا الْمَسْجِدَ لِغَيْرِ اللهِ فَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنِّيْ

“বুড়িমা ! তুমি যেহেতু একাজটি (নগন্য হলেও) আল্লাহর জন্য করেছ, তাই আজ আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে তোমার আমলটি কবূল করেছেন এবং গোটা মসজিদ তোমার নামে করে দিয়েছেন। আর আমি যেহেতু (এতগুলি অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে) এই মসজিদটি নির্মাণ করেছি গায়রুল্লাহর জন্য, তাই আল্লাহ তায়ালা আমার আমল কবূল করেন নি।”

এ ঘটনাটি সৌদি আরবের বিখ্যাত লেখক ও খতীব ডক্টর মুহাম্মাদ আরীফী হাফিযাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সমস্ত আমল ইখলাসের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ